১ ঘণ্টা ২০ মিনিট পর জানা গেল এইচএসসি পরীক্ষা হচ্ছে ভুল প্রশ্নে

যুগান্তর

১ ঘণ্টা ২০ মিনিট পর জানা গেল এইচএসসি পরীক্ষা হচ্ছে ভুল প্রশ্নে

শরীয়তপুর প্রতিনিধি

০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ২২:৪৮:৫৫ | অনলাইন সংস্করণ

শরীয়তপুরে একটি কেন্দ্রে ভুল প্রশ্নপত্রে এইচএসসি পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ের পরীক্ষার সময় গতকাল মঙ্গলবার এ ঘটনা ঘটেছে শরীয়তপুর সদর উপজেলার ডোমসার জগৎচন্দ্র ইনস্টিটিউশন অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে। ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের মধ্যে ১ ঘণ্টা ২০ মিনিটই ভুল প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দেন ৪২ শিক্ষার্থী।

বিষয়টি ধরা পড়ার পর বাকি সময় সঠিক প্রশ্নে পরীক্ষা নেওয়া হয়। অর্ধেকের কম সময়ে সব প্রশ্নের উত্তর লিখতে না পারায় ফল খারাপ হওয়ার আশঙ্কায় হতাশা প্রকাশ করছেন পরীক্ষার্থীরা। ভুক্তভোগীরা নড়িয়া উপজেলার ইসমাইল হোসেন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী। প্রাথমিকভাবে এ ঘটনায় জড়িত দুই শিক্ষককে পরীক্ষার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

শরীয়তপুর জেলা প্রশাসন সূত্র জানা যায়, চলতি এইচএসসি পরীক্ষায় গতকাল মঙ্গলবার রসায়ন, ইতিহাস (প্রথমপত্র), ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (প্রথমপত্র), ব্যবস্থাপনা ও বিপণন (প্রথমপত্র), গৃহ ব্যবস্থাপনা ও পারিবারিক জীবন (প্রথমপত্র) বিষয়ে পরীক্ষা ছিল। ডোমসার জগৎচন্দ্র

ইনস্টিটিউশন অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ৪২ জন শিক্ষার্থীর ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে পরীক্ষা ছিল। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা শেষে তাদের লিখিত পরীক্ষা শুরু হয়।

কেন্দ্র সূত্রে জানা যায়, প্রতিটি পরীক্ষার আগে উপজেলা প্রশাসন পরীক্ষার্থীদের জন্য দুই সেট প্রশ্ন পাঠায়। পরীক্ষা শুরু হওয়ার পাঁচ মিনিট আগে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) হল সুপারের মুঠোফোন খুদে বার্তা দিয়ে জানিয়ে দেন কোন সেটের প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেওয়া হবে। ওই খুদে বার্তায় দেওয়া সেট নম্বর অনুযায়ী শিক্ষকরা পরীক্ষার্থীদের মাঝে প্রশ্নপত্র সরবরাহ করেন।

মঙ্গলবার ইউএনওর খুদে বার্তা অনুযায়ী ২ নম্বর সেটের প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ভুল করে ৪ নম্বর সেটের প্রশ্নপত্র শিক্ষার্থীদের সরবরাহ করা হয়। এ ভুলটি পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট পর শিক্ষকদের নজরে আসে।

তখন পরীক্ষার্থীদের পুনরায় ৪ নম্বর সেটের প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা হয়। ওই প্রশ্ন অনুযায়ী পরীক্ষা দিতে বলা হয়। ভুল প্রশ্নপত্র সরবরাহ করায় পরীক্ষার্থীদের ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট সময় অপচয় হয়; কিন্তু পরে আর তা বাড়িয়ে দেওয়া হয়নি। এর ফলে অনেক শিক্ষার্থী ৭০ নম্বরের পুরো উত্তর লিখতে পারেননি। এমনকি ভুলের কথা কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা শিক্ষকরা এড়িয়ে যান। বিষয়টি উপজেলা প্রশাসন ও শিক্ষা বিভাগকেও জানানো হয়নি।

পরীক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা ঘটনাটি তাদের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের জানান। তখন ইসমাইল হোসেন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষকরা মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শরীয়তপুরের জেলা প্রশাসকের কাছে যান। ওই শিক্ষার্থীরা এ ঘটনায় জেলা প্রশাসকের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ দেন। বিষয়টি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাদের জানানো হয়েছে।

ভুক্তভোগী পরীক্ষার্থী জান্নাত আক্তার ও নিশি আক্তার জানান, সঠিক সেটে তাদের ১ ঘণ্টা ১০ মিনিটে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। তারা এ সংক্ষিপ্ত সময়ে সব প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারেননি। এখন পরীক্ষার ফল খারাপ হলে এর দায় কে নেবে?

ইসমাইল হোসেন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রভাষক জিএম সামিউল ইসলাম বলেন, এই ৪২ জন শিক্ষার্থীর ভালো রেজাল্ট পাওয়ার সম্ভাবনা তো নেই, উল্টো তাদের ফল খারাপ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

তবে ডোমসার জগৎচন্দ্র ইনস্টিটিউশন অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রের হল সুপার মনিরুল ইসলাম বলেন, ভুল করে এমন ঘটনা ঘটেছে। তারা বুঝতে পেরে সঠিক প্রশ্নের সেট সরবরাহ করেছেন। তবে পরীক্ষার্থীদের সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এ বিষয়ে ইউএনও জ্যোতি বিকাশ চন্দ্র সাংবাদিকদের বলেন, কেন্দ্র সচিব ও হল সুপারের ভুলে এ ঘটনাটি ঘটেছে। এমন একটি ভুলের কথা তারা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানাননি। আর এ ঘটনায় জড়িত শিক্ষক মনিরুল ইসলাম ও রতন চন্দ্র দাসকে পরীক্ষার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া

হয়েছে।

সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৩০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত

এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।

Developed by The Daily Jugantor © 2023